সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলির দুর্গতি

বাংলাদেশে বর্তমানে অর্ধশতেরও অধিক সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের/শিক্ষিকার পদ শূন্য আছে। এরমধ্যে একমাত্র ঢাকা শহরেই আছে দশটি। বাংলাদেশে এমনও কয়েকটি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে যেখানে ২/৩ বৎসর ধরিয়া কোন প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকও ছিল না। একজন সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাই এ সকল বিদ্যালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রহিয়াছে। এ সকল পদ বহুদিন ধরিয়া শূন্য আছে, অথচ নূতন শিক্ষক নিয়োগ করা হইতেছে না। জানা গিয়াছে যে, বিগত দুই বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া ৪৬ জন সহকারী শিক্ষকের তালিকা ও পদোন্নতি সক্রান্ত কাগজ-পত্র সরকারী কর্মকমিশন ও জনশিক্ষা পরিচালকের মধ্যে টানা-হেঁচড়া হইতেছে। কর্মকমিশন নানা অজুহাতে ফেরত পাঠাইতেছে। কমপক্ষে ৪/৫ মাস পরে জনশিক্ষা পরিদপ্তর হইতে সে আপত্তি মিটানো হইলে কর্মকমিশন আবার নূতন আপত্তি দাঁড় করাইয়া তা ফেরত পাঠাইতেছে। পদোন্নতির তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, জীবনে কোন পদোন্নতির মুখ না দেখিয়া ইতিমধ্যে তাঁহাদের কয়েকজন চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল শিক্ষকদের ক্ষেত্রেই কোন পদোন্নতি ছাড়া অবসর গ্রহণ করিতে হয়। অথচ কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া জনৈক বিদ্যালয়-প্রধান মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে দুইটি প্রমোশন পাইয়া এখন জনশিক্ষা দপ্তরে ডেপুটি ডাইরেক্টর পদেই বহাল আছেন।

কর্মকমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন-কানুন—সবইতো দেশের মানুষের জন্য। আইনের প্যাঁচের জন্য তো জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না। প্রয়োজনমত আইন তৈরী করিতে হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরী সংক্রান্ত আইনতো চাপের মুখে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে রচনা করা হইয়াছে। দেশের বিদ্যালয়সমূহে সুষ্ঠু শিক্ষাদানের প্রয়োজনে কি কর্মকমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমঝোতায় পৌঁছিয়া জরুরী ভিত্তিতে ইহার একটি সমাধান দিতে পারেন না? শিক্ষকবৃন্দের এ দুর্ভোগের জন্য কি তাঁহাদের কোন প্রশাসনিক এবং নৈতিক দায়িত্ব নাই?

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় সমীপে আমাদের আকুল আবেদন, শিক্ষা পরিদপ্তরের লাল-ফিতার দৌরাত্ম্য এবং কর্মকমিশনের গোঁড়ামির অবসান ঘটাইয়া জরুরী ভিত্তিতে প্রস্তাবিত শিক্ষকবৃন্দের তালিকা অনুমোদন লাভের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সকল সরকারী বিদ্যালয়ে পর্যাপ্তসংখ্যক সহকারী শিক্ষক নিয়োগদান করিয়া সরকারী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়িয়া তোলা হউক।

—এবাদত হোসেন, ৩৫-এম,
আজিমপুর কলোনী, ঢাকা।